দৈনিক বাংলা

তারিখ 12 JAN 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

09

পোলাপানদের স্কুলে ভর্তির অধিকার চাই

স্কুলে পোলাপান ভর্তি করানো নিয়ে মহাত্যাসাদে পড়েছেন গার্জেনরা। সবাই তাদের বাচ্চাদের ভালো স্কুলে ভর্তি করতে চান। কিন্তু রাজধানীতে উঁচু মার্গের যতগুলো স্কুল আছে সেসবই ছাত্রছাত্রীতে টেটুম্বুর। দু'চারটা আসন ব্রাদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে সেগুলো করতল করতে হন্যে হয়ে ওঠেন বাপ-মায়েরা। ম্যালা ফি দিয়ে ভর্তি পরীক্ষার টিকিট কেনেন। দামী প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থা তো হয়ই তা সত্ত্বেও বাপ-মা শংকিত থাকেন। দরগায় সিন্নি মানত করেন: মুরুব্বীদের পায়ে সালাম ঠুকে দোয়া মাগেন। আরও চলে নানারকম তদ্বির।

তবু কি ছেলেমেয়েদের স্কুলের খাতায় নাম তোলার ভাগ্য সবাই লাভ করতে পারেন? মোটেও না। ভর্তি পরীক্ষায় পাস করলেই যে ভর্তি হওয়া যাবে এমন কথা কোন পরীক্ষা-সংহিতায় লেখা নেই। এমন কি পরীক্ষায় সব কোশ্চেনের সবচেয়ে ভালো উত্তর লিখলেও ভর্তির নিশ্চয়তা মেলে না। হালে ভর্তি ঠেকানোর জন্য নানারকম আজগুবি নিয়ম চালু করেছেন স্কুলের কর্মকর্তারা। এক এক স্কুলে এক এক রকম উদ্ভট নিয়ম। একটি স্কুলের নিয়ম হলঃ যে ছাত্রছাত্রী সবচাইতে ভালো রেজাল্ট করবে সে ওভার কোয়ালিফায়েড। অতএব, সে বাদ। তাহলে তাকে উপরের ক্লাসে ভর্তি করার কথা ভাবা হয় না মোটেও। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের চোখ ট্যারা হলে তার ভর্তি হওয়ার আশা বরবাদ—এমন নিয়ম বেঁধে দিয়েছে কোন কোন স্কুল। রং যদি কালো হয় তাহলে সে আপদও বিদায় করে দেয়া হয়—আমাদের স্কুলগুলির কর্মকর্তা আর শিক্ষক-শিক্ষিকার সৌন্দর্যবোধ মনে হয় জানুয়ারী মাসে বেশ বর্ধিত হয়। আয়নায় তখন আর কেউ নিজের মুখ দেখে না।

ভর্তিচ্ছু পোলাপানদের ক্যাংগা হওয়া চলবে না—সব এক মাপের হতে হবে—না হলে সিমেট্রি থাকল কোথায়? আর সিমেট্রি না থাকলে আপামনিদের মাথায় বিনা মেঘে বজ্রপাত হবে না।

দাঁতের উপরও নিষেধ-বিধি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে কোন কোন স্কুলে। এটার অবশ্য একটা লাজিক আছে। দাঁত পড়ে যাওয়া, (না হয় হলই দুধের দাঁত) মানে তো বুড়িয়ে যাওয়া। দাদী-নানী হয়ে যাওয়া। তাদের কি স্কুলে ভর্তি করার বয়স আছে। একমাত্র বেআক্কেলে গার্জেন, মানে যেসব গার্জেনের এখনো আক্কেল দাঁত গজায়নি একমাত্র তারাই ফোকলা-দাঁত পোলাপানদের স্কুলে ভর্তি করানোর কথা ভাবতে পারে। বোঝাই যায়, স্কুলের মাস্টার সাহেবদের সাথে মশকরা করার জন্যে।

গার্জেনদের মধ্যে অবশ্য নানারকম বেওকুফ লোক আছে। যেমন একজন গার্জেন স্কুলের বড় আপামনিকে শুধোলেন, "তা খালাআম্মা, ক্যাংগা হলে কিংবা দাঁত পড়ে গেলে কিংবা গত্তরের রং আপনার মতো দুধে-আলতা না হলে যে ভর্তি করা হবে না, ভর্তির ফি-টা নেয়ার সময় সে কথাটা কি ভুলে গিয়েছিলেন।"

দারুণ অপমানিত বোধ করেছিলেন বড় আপাঃ বোধ করার কথাও। দেশে শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্যেই ঐ সামান্য টাকাটা স্কুল-ফান্ড এবং শেষ পর্যন্ত কারও ব্যাগে আর কারও ভ্যানিটি ব্যাগে অর্পণের জন্যই যে এই ব্যবস্থা—নাদান গার্জেনরা তা বোঝে না কেন?

তবে সব গার্জেনই আহাম্মুক নয়। চালাক-চতুরও দু'চারজন আছেন। এরকম দু'জনের কথা শুনলাম। মেয়ে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেও সিটের অভাবে ভর্তি হতে পারবে না জেনে তার মা বড় আপামনির অফিসের সামনে ফিট হয়ে পড়ে গেলেন। হৈ-চৈ উঠল, মাথায় পানি ঢালা হল। হাসপাতালে পাঠানো হল ভদ্রমহিলাকে। উনি মারা গেলে খুনের দায়ে পড়তে হতে পারে এমনটা আশংকা করে বড় আপাও ছুটলেন ভদ্রমহিলার পিছু পিছু। কয়েকঘন্টা পর ভদ্রমহিলার হুঁশ ফিরে এল। আর হেড মিস্টেস তখন তাকে জানালেন যে তার মেয়েকে ভর্তি করা হবে।

পরে স্বামীকে একান্তে ভদ্রমহিলা বললেন, "অভিনয়টা কেমন করলাম বল তো?"

অন্য ঘটনাটাও ঘটেছে কালকেই এবং আমাদের অনেকের চোখের সামনে। দুনিয়ায় পাগল দেখেছি অনেক, কিন্তু চোখের সামনে পাগল হয়ে যেতে দেখিনি কাউকে। দিব্যি ভদ্রলোক। বড় আর দামী গাড়ি থেকে স্কুলের সামনে নামলেন। মূল্যবান স্যুটে ঢাকা গতরখানি নিয়ে গটগট করে স্কুলের গেট পেরোলেন। দারোয়ান একটা দশাশই সেলাম ঠুকল। মোটেও পাত্তা দিলেন না। একটু পরেই চীৎকার ভেসে এল স্কুলের মধ্য থেকে। দারোয়ানকে গলাধাক্কা দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকতেই দেখি সেই ভদ্রলোক বড় আপামনির অফিসের সামনে ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছেন। হাসছেন, কাঁদছেন আর চিৎকার পাড়ছেন। কাপড়-চোপড় এলোমেলো ময়লা। একপায়ের জুতো খুলে গেছে। গগলসটা পড়ে গিয়ে ভেঙে গেছে। (নিজেও ভাঙতে পারেন অবশ্য)। যখন আমরা তাকে দেখলাম, তখন তিনি টাই-এর নট চেপে ধরে সম্ভবত আত্মহত্যা করার কোশেস করছিলেন।

ভিড় জমে গেল। বড় আপাটি ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন। অন্য আপা আর মাস্টাররাও সবাই ভয়ে জড়ো-সড়ো। জানা গেল, ভদ্রলোকের পুত্রধনের নাকটা একটু বেশি থ্যাবড়া বলে পরীক্ষায় পাস করা সত্ত্বেও তাকে ভর্তি না করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। অতএব, আমরা হেড-মিস্টেসমনিকে বকা-ঝকা করতে লাগলাম এবং ছেলেটাকে ভর্তি করা না হলে যে পরিণাম খারাপ হবে তা বুঝিয়ে দিলাম। ভদ্রলোকের পাবনা মেন্টাল হসপিটাল থেকে শুরু করে চিকিৎসা ও ফিরে না আসা পর্যন্ত ব্যয়ভার যে তার স্কুল থেকেই মেটাতে হবে সে দাবীও জানালাম।

হেডমিস্টেস আপা আমাদের সব দাবী মেনে নিলেন। রাতের বেলা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম ভদ্রলোক পাগল হননি। পাগল সেজেছিলেন মাত্র। এছাড়া নাকি ছেলেটা ভর্তি করানোর তার আর উপায় ছিল না। ছেলের নাক তো আর উঁচু করা যাবে না।

কিন্তু এভাবে তো চলবে না। পোলাপানদের স্কুলে ভর্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। অতএব ইতিমধ্যেই এব্যাপারে দু'টি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে উঠেছে। যেসব পোলাপান এবার বিভিন্ন স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় পাস করেও ভর্তি হতে পারেনি তাদের গার্জেনরা একটি গংগঠন করেছেন। আর যাদের পোলাপানরা ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করেছে তারা গড়ে তুলেছেন অন্য একটি সংগঠন। সংগঠন দু'টো হলেও দাবী অভিন্ন। তাদের পছন্দমাফিক স্কুলে পোলাপানদের ভর্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা। ইতিমধ্যেই তারা একটি করে বিবৃতি পাঠিয়েছেন খবরের কাগজে। তাতে বলা হয়েছেঃ শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার। আমাদের সংবিধানে এই অধিকার স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। তাই কোন ফালতু অজুহাত তুলে এই অধিকার থেকে মহানগরীর শিশুদের বঞ্চিত করা চলবে না, চলবে না। পোলাপানদের স্কুলে ভর্তির অধিকার চাই-ই চাই।

প্রতিষ্ঠান দু'টির কর্মকর্তাদের যৌথ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে এই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিবছর নবেম্বর মাস থেকে ভর্তির অধিকার আন্দোলন শুরু করা হবে। স্কুলের সামনে মিছিল বিক্ষোভ ইত্যাদির ব্যবস্থা তো করা হবেই তাতেও যদি না হয়, তাহলে অনশন ধর্মঘটের গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ নিতেও সংগঠন দু'টির সদস্যরা পিছ-পা হবে না।

--খোন্দকার আলী আশরাফ